আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯ - ২০২০
ইতিহাস বিভাগ
সেমেস্টার : ২ (অনার্স)
সি. সি. : ৩

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারন

প্রথম সর্বভারতীয় একছত্র আধিপত্যের অধিকারী মৌর্য সাম্রাজ্য কিন্তু কালের বিচারে দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। পুরানের বর্ননা অনুযায়ী যদি মৌর্য সাম্রাজ্যের আয়ুষ্কাল ১৩৭ বছর বলে ধরতে হয়, তাহলে খৃস্টপূর্ব ১৮৭ অব্দ নাগাদ মৌর্য সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়। অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব ২৩২ অব্দ নাগাদ অশোকের মৃত্যুর মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। বিভিন্ন পুরান ও কালিদাসের 'হর্ষচরিত' মতে মৌর্য বংশের শেষ শাসক ছিলেন বৃহদ্রথ। পুরানের মতে তাঁরই ব্রাহ্মন সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ খৃস্টপূর্ব ১৮৭ অব্দে তাঁকে সৈন্যসামন্তসহ ও নিহত করে মৌর্য বংশের অবসান ঘটিয়ে শুঙ্গ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, মৌর্য সাম্রাজ্যের এহেন দ্রুত পতনের কারন কি? এই বিষয়ের বহু ব্যাখ্যা বর্তমান, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১০ খৃস্টাব্দে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের এক নিবন্ধে অশোকের ধর্মনীতিকে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারন বলে দাবী করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রথম যুক্তি হিসাবে তিনি অশোকের প্রথম গৌন গিরিশাসনের একটি অংশের ওপর নির্ভর করেছেন। এই অংশের ব্যাখ্যা করেছিলেন ই. সেনার্ট, সেনার্টের এই ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে অধ্যাপক শাস্ত্রী অশোকের বিবৃতির অর্থ করেছেন, "যে সমস্ত ব্রাহ্মনদের এতদিন জম্বুদ্বীপে (অর্থাৎ ভারতে) ভূদেব বলে মনে করা হত, তাঁদের তিনি (অর্থাৎ অশোক) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন"। শাস্ত্রী মনে করেন অশোকের এই ঘোষনা ব্রাহ্মনদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাঁর দ্বিতীয় যুক্তি হল, অশোকের 'ধর্ম সমতা' 'ব্যবহার-সমতা'-র মতো নীতিগুলি ব্রাহ্মনদের বিশেষ অধিকারের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়, অশোক নিয়োজিত ধর্মমহামাত্ররা ব্রাহ্মনদের অধিকারচ্যুত করেন, তাঁর তৃতীয় যুক্তি হল, অশোক বৌদ্ধ অনুরাগী হিসেবে ব্রাহ্মনদের ধর্মাচরনের অন্যতম অনুষঙ্গ পশুবলির বিরোধিতা করেন।

Scanned with CamScanner

তাঁর সিদ্ধান্ত হল, অশোকের মতো একজন শূদ্র শাসক যখন এভাবে ব্রাহ্মণবিরোধী ঘোষণা ও কাজে লিপ্ত হন, তখন তাঁরা অশোকের ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গের নেতৃত্বে মৌর্য বংশের পতন ঘটাতে তৎপর হন, অধ্যাপক শাস্ত্রী এই ঘটনাকে মৌর্য শাসন, বিশেষত অশোকের বিরুদ্ধে 'ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতিক্রিয়া' এমনকি 'ব্রাহ্মণ বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন।

অধ্যাপক শাস্ত্রীর এই ব্রাহ্মণ-বিরোধিতা তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন ফরাসী ভারততত্ত্ববিদ মিলজাঁ লেভি। তাঁর মতে, অশোকের প্রথম গৌর গিরিশাসনের আলোচ্য বিকৃতিটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হল, "ততদিন যাঁরা জম্বুদ্বীপের (অর্থাৎ ভারতের) দেবতাদের সঙ্গে অমিলিত ছিলেন (অর্থাৎ মিলতে পারেননি), তাঁরাও এখন মিলিত হলেন"। এখানে ব্রাহ্মণদের প্রতি কোন ইঙ্গিত নেই। ড: হেমচন্দ্র রায়-চৌধুরীও অধ্যাপক শাস্ত্রীর 'ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতিক্রিয়া' তথা 'ব্রাহ্মণ বিপ্লবের' তত্ত্ব খারিজ করেছেন, তাঁদের তাঁর প্রথম ও প্রধান যুক্তি হল, অশোক নিযুক্ত ধর্মমহামাত্ররা অশোকের 'ধম্ম' প্রচারের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ-শ্রমণদের সমান সম্মান দানে ব্যস্ত ছিলেন। অশোকের অন্যতম নির্দেশ ছিল, ধর্মমহামাত্ররা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে দায়বদ্ধ। আর 'দণ্ড সমতা' ও 'ব্যবহার সমতা' বলতে অশোক যথাক্রমে 'শাস্তিদানে নিরপেক্ষতা' ও 'বিচারবিভাগীয় কাজে নিরপেক্ষতা' বোঝাতেন। তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, বর্ণভেদ দূর করার জন্য আইনি সমতা আনা। এখানে ব্রাহ্মণদের প্রতি কোন বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়নি, অতএব, অশোকের কাজে ব্রাহ্মণ্য-বিরোধিতার অবকাশ ছিল না। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনে ঐতিহাসিকরা অশোকের দায়দায়িত্বের কথা অস্বীকার করেননি, কিন্তু তাঁকেই একমাত্র কারণ হিসেবেও দেখাতে চাননি।

ড: হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী অশোকের ধম্মনীতিকে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। তার প্রথম যুক্তি হিসেবে তাঁর মতে মগধ শাসকদের চিরাচরিত 'ভেরীঘোষ' বা দিগ্বিজয়ের নীতি পরিত্যাগ করে অশোক যেভাবে 'ধম্মঘোষ' বা ধর্মবিজয়ে নীতির আশ্রয় নেন, তাতে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাঁর

দ্বিতীয় যুক্তি হল, অশোক শুধুমাত্র নিজেই যুদ্ধনীতি ত্যাগ করেন নি, বংশপরম্পরায় কেউই যাতে যুদ্ধনীতি অনুসরণ না করেন তার ব্যবস্থা করেন, অশোকের অহিংস নীতির ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়, সামরিক শক্তিহীন পরবর্তী মৌর্য শাসকদের পক্ষে স্বাভাবিক কারণেই সাম্রাজ্যের পতন প্রক্রিয়া সামলানো সম্ভব হয়নি। ড: রায়চৌধুরীর তৃতীয় যুক্তি হল, অশোক নিয়োজিত রাজুক-রা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সূত্রে এক সময় নিজ নিজ এলাকায় তাঁদের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে তৎপর হয়ে ওঠেন, অশোক এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন না। থাকলেও এঁদের নিয়ন্ত্রণ করার মত পরিকাঠামো তাঁর ছিল না, তাঁর চতুর্থ যুক্তি হল, অশোকের আমলে প্রাদেশিক শাসক, বিশেষত প্রত্যন্ত অঞ্চলের শাসকরা অত্যাচারী হয়ে ওঠে। তাঁর আমলে তক্ষশিলায় যে বিদ্রোহ দেখা দেয়, তার অন্যতম কারণ ছিল মহামাত্রদের অত্যাচার, 'দিব্যাবদান' পরবর্তীকালের রচনা হলেও সেখানে মন্ত্রীদের অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। কলিঙ্গ লেখতে অশোক নিজেই বিনা কারণে প্রজাদের ওপর আমলাদের অত্যাচার নিষেধ করেছেন, ড: রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা প্রথম 'দুষ্ট অমাত্যদের' বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন, এবং তাঁরাই প্রথম মৌর্য সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, এভাবেই মৌর্য সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ড: রামশরণ শর্মাও মন্তব্য করেছেন যে দূরবর্তী শাসকদের অত্যাচারজনিত বিদ্রোহের পরিবেশ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দেখা দেয়।

ড: রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে, সামরিক বা নৈতিক কারণে নয়, রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই এই সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ছিল, তাঁর মতে, মৌর্য সাম্রাজ্য ছিল এক স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রতন্ত্র, স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রতন্ত্র ব্যক্তি শাসকের নিজস্ব গুনাবলীর ওপর নির্ভরশীল, অশোকের বংশধরদের মধ্যে কেউ-ই আর-একজন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা অশোক ছিলেন না, অশোকের শাসননীতি ধরে রাখার মত ক্ষমতা তাঁদের কারোর ছিল না, উত্তরসূরিদের দুর্বলতা ছিল এই সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসেবে মৌর্য শাসন ব্যবস্থার ত্রুটির উল্লেখ করে ড: রোমিলা থাপার দেখাতে

Scanned with CamScanner

হয়েছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা অশোকের সময় এই শাসনব্যবস্থা সুপরিচালিত হলেও পরবর্তী সময়ে তার ত্রুটি ধরা পড়ে। রাষ্ট্রের পরিবর্তে রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন মৌর্য যুগের ~~আমলাদের~~ আমলাদের এক বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। শাসক দুর্বল হলে আমলারা এই আনুগত্য দেখাতে অস্বীকার করতেন। তাঁদের আনুগত্য প্রদর্শনের বিষয়টিও একেত্রে সুচিন্তিত ছিল না। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, মৌর্য আমলাতন্ত্র কিভাবে এক বিশেষ ধরনের সামাজিক শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়, এই সামাজিক শ্রেণীর একমাত্র-স্বার্থ অক্ষত রেখে মৌর্য শাসক, বিশেষত অশোক-পরবর্তী শাসকরা কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হন নি। উপরন্তু, অশোক-পরবর্তী প্রশাসনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্ক ছিল না, সম্পর্ক গড়ে তোলার মত কোন প্রয়াস এ সময়ের শাসকদের মধ্যে দেখা যায় নি। অন্যদিকে, মৌর্য সাম্রাজ্যকে সর্বভারতীয় রূপ দিতে গিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যগুলির অস্তিত্ব লোপ পায়। মৌর্য প্রশাসনের কাছে 'রাষ্ট্র' সম্পর্কিত ধারণাটি মূল্যহীন হয়, পরিবর্তে, সামাজিক রীতিনীতির প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় প্রথমে বহিরাগত শত্রু হিসেবে ব্যাকট্রীয় গ্রীক-রা ও পরে অভ্যন্তরীণ দিক থেকে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের অভ্যুত্থানে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন অস্বাভাবিক ছিল না।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের প্রশ্নে অর্থনৈতিক কারণের দিকে দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী প্রথম অঙ্গুলিনির্দেশ করেন। তিনি দেখান যে, অর্থের প্রয়োজনে পরবর্তী মৌর্য শাসকরা সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষের ওপর কর চাপিয়ে দেন। বিশাল সংখ্যক সেনা ও কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে রাজ-কোষে টান পড়ে। সম্ভবত, এ কারণে রৌপ্যমুদ্রায় খাদ মেশানো শুরু হয়। কোশাম্বীকে অনুসরণ করে ড: হিরেন্দ্র নারায়ণ শর্মা মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসেবে তাঁর 'ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়া তত্ত্ব' উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে, অশোক পরবর্তী মৌর্য শাসকদের আমলে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা ছিল না, রাষ্ট্রের উপত্যকা ব্যতীত সাম্রাজ্যের অন্যত্র কৃষিজাত সম্পদের উৎপাদনের হার হ্রাস পায়, ফলে কৃষিজাত রাজস্বও কমে যায়। এই অবস্থায় রাষ্ট্রের ব্যয়ের তুলনায় রাজস্বের আয়ে ঘাটতি দেখা যায়। অন্যদিকে, মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের অর্থনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড: রোমিলা থাপার লিখেছেন, অশোকের রাজত্বে দান-ধ্যানের পাশাপাশি জনকল্যাণ মূলক কাজে খরচের পরিমাণ যে হারে বাড়ছিল, রাষ্ট্রের আয় সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নি,

Scanned with CamScanner

আয় ও ব্যয়ের এই বৈষম্য অশোকের রাজত্বকালের মধ্যভাগেই অনুভূত হয়, মনে রাখা প্রয়োজন, অশোকের আমলে কিন্তু সেনাবাহিনীর খরচ কমে নি, উপরন্তু, আমলা নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মৌর্য প্রশাসনে স্বাভাবিক পরিমাণে আমলা নিয়োগের পাশাপাশি অশোক তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে আমলা নিয়োগ করেন। বিশ্বজনীন রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণমূলক হলেও রাজকোষের পক্ষে ক্ষতি-কারক হয়ে দেখা দেয়, ড: নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন যে রাজকোষের ওপর চাপ কমাতে অশোক জনগণের ওপর অতিরিক্ত কর চাপান, তার ফলে তাঁর আমলে একাধিকবার গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। যদিও ড: রায় এই মতের পক্ষে কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ হাজির করেন নি। তবে এ কথা ঠিক যে, মৌর্য যুগ বিশেষত অশোকের আমলে অর্থনৈতিক ব্যয়-বাহুল্যের তত্ত্ব অস্বীকার করা যায় না, আর, রাষ্ট্রের অর্থ-নীতি দুর্বল হলে রাষ্ট্রের পতন এক স্বাভাবিক পরিণতি হয়েই দেখা দেয়।

মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তিম পর্যায়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্যাকট্রিয় গ্রীকদের ক্ষমতা বাড়ছিল। এই সময়ে যবন অভিযানের স্মৃতি পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' এবং 'গার্গীসংহিতায়' বিধৃত। মৌর্য শাসন এই জাতীয় অভিযানের দ্বারাও বিপন্ন হয়ে থাকতে পারে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মধ্যভাগের পর থেকে ব্যাকট্রিয়া আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বাংশ সেলিউকীয় সাম্রাজ্য থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়, এর ফলে অশোক পরবর্তী আমলে আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মৌর্য আধিপত্য ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

মৌর্য শাসন সুদীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল না, পরবর্তী-কালের অন্য অনেক রাজবংশের শাসন দীর্ঘতর সময় ধরে চলেছিল। মৌর্য আমলের জড়পর্ব ধরা পড়বে এক প্রায়-উপমহাদেশীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলায়, রাজস্ব ব্যবস্থা সহ একটি সুদক্ষ প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে, এবং সর্বোপরি 'ধম্ম'-নীতির মতো অভিনব এক আদর্শ দ্বারা বহুবিধ বৈচিত্র্যের সহ-অবস্থানের মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক সুসমঞ্জস সংহতি বিন্যাস করার প্রয়াসে,

—x—

Scanned with CamScanner